দৈনিক বাংলা

1

তারিখ 29 JUL 1996
পৃষ্ঠা 9 কলাম 8

সমস্যার আবর্তে ফেনী গণগ্রন্থাগার

রিপোর্টার ঃ ফেনী।–সমস্যা-জর্জরিত ফেনী গণগ্রন্থাগারে পড়ার পরিবেশ নেই। ছোট ছোট ২টি পাঠকক্ষে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয় পাঠকদের। দীর্ঘদিন দেনদরবারের পরও একটুকরা খাস জমি বরাদ্দ না পাওয়ায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন তৈরি করাও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ শহরের কেন্দ্রস্থল রাজাঝির দীঘির পাড়ের মনরোম পরিবেশের খাস জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নার্সারী প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী–কর্মকর্তাদের ক্লাব তৈরির জন্য।

১৯৬৫ সালে ফেনী শহরের রাজাঝির দীঘির পাড়ে সরকারী ভবনের একটি কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় জেলার একমাত্র গণগ্রন্থাগার। কিন্তু দীর্ঘদিন পর গ্রন্থাগারটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। পরে শহরের পাঁচগাছিয়া সড়কের একটি ভাড়া বাড়িতে চালু করা হয় এটি। কিন্তু এখানে পড়ার কোন পরিবেশ নাই বলে পাঠকের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। ১৪ ফুট বাই ১৪ ফুটের ২টি কক্ষে ঠাসাঠাসি করে বসে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় পাঠকদের। ২টি কক্ষে কোন রকমে মাত্র ৭টি টেবিল ও ৩৫টি চেয়ার রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যেই রয়েছে ৮ হাজার বই রাখার আলমারী। ফলে, অনেকে স্থান না পেয়ে বারান্দার সিঁড়িতে বসে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন পাঠ করে থাকে। অপর দিকে শহরের মূল সড়কের পাশেই পাঠাগারটি অবস্থিত বলে বাস ট্রাকের ভেঁপু ও অন্যান্য কারণে পরিবেশ থাকে কোলাহলময়। জেলা শহরে অন্য কোন পাঠাগার না থাকায় প্রতিদিন শতাধিক লোক এখানে ভিড় জমায়। পাবলিক লাইব্রেরী একটা থাকলেও তা নামে মাত্র।

পাঠকের সুবিধার কথা চিন্তা করে গণগ্রন্থাগারের পরিচালক ৯২ সালে খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসককে চিঠি লেখেন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মকর্তাকে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু শত দেনদরবার করেও এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি বলে কর্মকর্তারা জানান।

এদিকে, খোঁজ–খবর নিয়ে জানা গেছে, ৯৩ সালে ফেনী শহরে নতুন কালেক্টরিয়েট ভবন নির্মাণের পর পুরাতন জেলা প্রশাসক দফতর, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টসহ প্রায় ৩০ একর এলাকা জুড়ে রাজাঝির দীঘির পাড়ের ভবন ও খালি জায়গা পরিত্যক্ত হয়। এইসব জায়গার একটি বৃহৎ অংশই ইতিমধ্যে নার্সারী প্রতিষ্ঠান, ড্রাইভার, সমিতি, কর্মচারী সমিতি ও বিভিন্ন ক্লাবকে বরাদ্দ দেয়া হলেও গণগ্রন্থাগারের স্থান হয়নি।